২৯৭

৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	০৮/০২/১৪২৩ বঙ্গাব্দ ২২/০৫/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	ঃ	দুপুর ০১ : ৩০ টা
মূলতবি সভার তারিখ	ঃ	১৭/০২/১৪২৩ বঙ্গাব্দ ৩১/০৫/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	ঃ	দুপুর ০১ : ০০ টা
স্থান	ঃ	উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, (বাড়ী নং-২০, রোড-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শুরুতেই জনাব আনোয়ার হোসেন পাটওয়ারীর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেয়র বলেন ডিএনসিসি আওতাধীন এলাকার হোল্ডিং ট্যাক্সের সমতা আণয়নের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে জুন/২০১৬ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে একটি সেমিনারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডিএনসিসির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য জুন/২০১৬ এর মধ্যে ট্রাকার সিম বিতরণ করতে হবে। উত্তরা শাহজালাল এভিনিউস্থিত করবস্থান স্থানান্তরে সরকার পরিবার সর্বাত্বক সহযোগিতা প্রদান করায় তাঁদের ডিএনসিসি'র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র প্রদান করতে হবে। পার্ক ও কমিউনিটি সেন্টার আধুনিকায়ন করার জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। তিনি গাবতলী পশুর হাট ইজারা দেয়ার বিষয়ে কাউন্সিলরগণকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	বিগত ২৭/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৫ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২৭/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের ৫ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও ৫ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। ৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী বলেন যে, ৫ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর ১৫ নং ক্রমিকের আলোচনা অংশের "৮ নং" এর পরিবর্তে "৭ নং" হবে মর্মে উল্লেখ করেন।	৫ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর বর্ণিত সংশোধনীসহ সর্ব সম্মতভাবে দৃঢ় করণ করা হয়।
০২	৫ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।	৫ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।	৫ম কর্পোরেশন সভার যে সকল সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়নাধীন আছে তা যথাযথ তৎপরতায় সমাপ্ত করতে হবে।
০৩	সিসিটিভি ক্যামেরার কার্যক্রম ও ডিএনসিসি কর্তৃক প্রণীত 'ডিজিটাল ডিএনসিসি এ্যাপস' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন সংক্রান্ত।	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ডিএনসিসি'র নির্বাচিত কাউন্সিরের এক বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং সিসিটিভি ক্যামেরার কার্যক্রম ও ডিএনসিসি কর্তৃক প্রণীত 'ডিজিটাল ডিএনসিসি এ্যাপস' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করবেন। সদয় অবগতির জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়।	মাননীয় মেয়র উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন এবং সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ও যথা সময়ে উপস্থিত থাকতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৪	নির্দিষ্টস্থানে পশু জবাই করণ প্রসঙ্গে।	স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ২৭/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের কোরবানীর পশু সুনির্দিষ্ট স্থানে জবেহ ও দ্রুত বর্জ্য অপসারণে করণীয় নির্ধারণে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- (ক) কোরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে জবেহ্করণের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং মসজিদ ভিত্তিক প্রচারণা করতে হবে। (খ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন সারাদেশে ইমামগণের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে কোরবানীর পশু জবেহ্ করার বিষয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) কোরবানীর পশু জবেহ্করণের স্থান এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেখানে সহজে কোরবানীর পশু নিয়ে আসা যায়। পশু কোরবানীর পরে পরিত্যাক্ত বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যান-যন্ত্রাদি প্রস্তুত রাখতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্থানটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে পূর্বের ন্যায় ব্যবহার উপযোগী করে দিতে হবে। (ঘ) কোরবানীর পশু জবেহ্করণের প্রতিটি স্থানের জন্য সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। (ঙ) পবিত্র ঈদের তিন দিন পূর্ব থেকে মাইকের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক প্রচারণা চালাতে হবে। প্রতিটি হাটেও এ প্রচারণা চালাতে হবে। এর পাশাপাশি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করতে হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রচারণার বক্তব্য অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় প্রচারণা করতে হবে। (চ) মহাসড়ক, সড়ক ও রেলপথে পশুর হাট যাতে না বসানো হয় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। (ছ) কোরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে জবেহ্করণের গৃহীত সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মহোদয় কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। বিষয়টি ২৭/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৫ম কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। ৫ম কর্পোরেশন সভার ক্রমিক নং-২১ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্ণিত বিষয়ে সম্পত্তি বিভাগ হতে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫টি অঞ্চলে মোট ২০৪টি পশু জবাই এর জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। খ) ৫টি অঞ্চলে ৩৩৬ জন মাওলানা পশু জবাই এর কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। গ) কোরবানীর মাংস বানানোর জন্য ৫টি অঞ্চলে মোট ২০৫ জন কসাই নিয়োজিত থাকবে। আলোচনায় ২২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ লিয়াকত আলী বলেন, নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করার জন্য বড় জায়গার অভাব; তাই বড় বড় রাস্তায় কোরবানী করা যায়; তাতে দ্রুত পরিষ্কার করা সম্ভব হবে এবং কোরবানীর স্থানে বসার জন্য চেয়ার ও পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন কমপক্ষে ৮০০ জায়গা দরকার। কাউন্সিলরগণ তার এলাকায় অন্ততঃ ৪০টি করে জায়গা করলে নির্দিষ্টস্থানে কোরবানী করা সম্ভব হবে। সংরক্ষিত আসন-১ এর কাউন্সিলর বেগম শাহনাজ পারভীন বলেন এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। সংরক্ষিত আসন-১২ এর কাউন্সিরর বেগম আলেয়া সরোয়ার ডেইজী বলেন, বর্জ্য রাখার জন্য গত বছরের ন্যায় পর্যাপ্ত সংখ্যক পলিব্যাগ দিতে হবে। ব্যাগ দিলে বর্জ্য অপসারণ দ্রুত হবে। ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ নাছির বলেন তার অঞ্চলে কসাইখানা হয়েছে; কিন্তু পানির লাইন না থাকার কারণে চালু করা সম্ভব হয়নি। ওয়ার্ড ২ এর কাউন্সিলর জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন বলেন তার এলাকায় একটি কসাইখানা করা জরুরী প্রয়োজন। ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক বলেন নিদিষ্টস্থানে কোরবানী করতে হলে প্রতিটি স্থানে ভ্যান সার্ভিস চালু রাখতে হবে। কাউন্সিলরগণ পবিত্র রমজান উপলক্ষে প্রতিটি মসজিদ ও এর আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।	১। সকল সম্মানিত কাউন্সিলর তার নিজ নিজ এলাকায় কোরবানীর জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থান নির্বাচন করে প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার নিকট তালিকা প্রেরণ করবেন। ২। বিগত ঈদ-উল-আযহার ন্যায় এ বছরও কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ সহজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পলিব্যাগ সরবরাহ করতে হবে। ৩। পবিত্র রমজান মাসে সম্মানিত মুসল্লীদের নামাজ আদায় আরামদায়ক করতে সকল মসজিদের আশে-পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নকারী- প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৫	জলাশয়ের কচুরীপানা জলজ আগাছা এবং ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারকরণ।	ডিএনসিসির আওতায় জলাশয়সমূহ জলজ আগাছা ও ময়লা আবর্জনার কারণে মশার প্রজননস্থল হিসেবে কাজ করে। প্রতিবছর অঞ্চল ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় কিন্তু সময়মত জলাশয়সমূহ পরিস্কার করা সম্ভব হয় না। তাই ঠিকাদার (টার্ম কনট্রাকটর) নিয়োগের মাধ্যমে সারা বছর জলাশয়সমূহ পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আলোচনায় ৩২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান বলেন পবিত্র রমজান মাসে প্রতিটি মসজিদে মশার ঔষধ দিতে হবে। মেয়র বলেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নথি তৈরী করবেন। আগামী বছর মশা মারতে কত টাকা এবং কত ঔষধ প্রয়োজন তা নিরূপণ করবেন।	১। তারাবীর নামাজ নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক করতে মশার উপদ্রব কমানোর জন্য সকল মসজিদে প্রয়োজনমত মশানাসক ছিটানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ২। আগামী অর্থ বছরে (২০১৬-১৭) কচুরীপানা পরিস্কার করার জন্য ও মশানাসক ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেট সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তবায়নকারী- প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
০৬	দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও স্কেল ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী বর্ধিত বেতন ও অন্যান্যভাতাসহ নববর্ষ ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে।	১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের শ্রমিক কর্মচারী লীগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমাজ কল্যাণ সমিতি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্ক্যাভেঞ্জার্স এ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কর্তৃক পৃথক তিনটি আবেদনে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সংক্রান্ত পত্রে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মরত দৈনিক মজুরি ভিত্তিক (কাজ করলে মজুরী না করলে না) কর্মচারীদের দৈনিক মজুরী বর্তমানে ২৬৫/-(দুইশত পয়ঁষট্টি) টাকা মর্মে জানানো হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারীদের দৈনিক মজুরী ২৬৫/-(দুইশত পয়ঁষট্টি) টাকা থেকে বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারী হওয়া বেতন নির্ধারণী অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৈনিক মজুরী ভিত্তিক দক্ষ শ্রমিকদের বেতন-৫০০/- টাকা এবং অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন-৪৭৫/- টাকা করা যায় মর্মে উপস্থিত সকলেই একমত পোষন করেন।	১। যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টারোল কর্মচারী/শ্রমিকদেরবেতন বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারী হওয়া বেতন নির্ধারণী অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিকদের বেতন-৫০০/- টাকা এবং অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন-৪৭৫/- নির্ধারণ করা হবে।
		২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীগণ টাইম স্কেল ও জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের জন্য আবেদন করেন। অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীদের ইতোপূবে টাইমস্কেল ও পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। পে-স্কেল ২০১৫ বিগত ১৪/১২/২০১৫ তারিখের ৩৬৯-আইন/২০১৫ এস আর ও নম্বর মারফৎ জারি করা হয়। ২৪/১২/২০১৫ তারিখের ৪৬.০০.০১৮.০০.০০.০০৯.২০১৫-১৯৮৮ সংখ্যক স্মারক আদেশে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করে। তদানুযায়ী ডিএনসিসিতে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। গণ কর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ২(ডি) এ বলা হয়েছে যে, "গণকর্মচারী" এর অন্তর্ভূক্ত হইবে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা কোন কর্পোরেশন, জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত কর্মচারী। স্কেলভূক্ত মাস্টাররোল কর্মচারীগণ নিয়োজিত কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত নন। জনাব মোঃ এনামুল হক রচিত বেতন স্কেল এবং বেতন নির্ধারণ ম্যানুয়ালের ২৯৬ পৃষ্ঠায় "যেসব কনটিনজেন্ট ও ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীগণ নির্ধারিত স্কেলে বেতন পাচ্ছেন, তারা উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন" মর্মে এক ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যা মতে "স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মী" এবং "কনটিনজেন্ট ও ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারী" একই পর্যায় কিনা এবং উক্ত নির্দেশনা মতে স্কেলভূক্ত শ্রমিকদের টাইমস্কেল ও জাতীয় পে-স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা যাবে কিনা;	১। স্কেলভূক্ত মাষ্টারোল কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করতে হবে; তবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত (গত ০৮/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.৩.০২.৩০০(১).২০১৫-৩৫৪ নম্বর স্মারক) এর পরিপ্রেক্ষিতে স্কেলভূক্ত মাষ্টারোল কর্মচারীগণ জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত হবেন না মর্মে মতামত প্রদান করা হলে তাদের পে-স্কেল-২০১৫ মতে আরোহিত সকল বেতন-ভাতাদি ফেরৎ প্রদান করতে হবে। ২। স্কেলভূক্ত মাষ্টারোল কর্মচারীদের মধ্যে যাদের বয়স ৫৯ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের কর্মচ্যূত করতে হবে।
		সে বিষয়ে গত ০৮/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.০৩.০২.৩০০(১).২০১৫-৩৫৪ নম্বর স্মারকে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় নি। তবে টেলিফোন মারফৎ জানা গেছে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা না পাওয়ায় স্কেলভূক্ত মাস্টাররোল কর্মচারীদের পে-ফিক্সেশন করা যাচ্ছে না। পে-ফিক্সেশন করা যায়নি বলে তাদের নববর্ষ ভাতাও প্রদান করা যায়নি। যেহেতু পে-ফিক্সেশন	৩। স্কেলভূক্ত মাষ্টরোল কর্মচারীদের মধ্যে যাদের বয়স ৫৯ বছরের নীচে কিন্তু শারীরিকভাবে কর্মক্ষম নয় তাদের চিহ্নিত করে কর্মচ্যূত করার জন্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে হবে। বাস্তবায়নকারী- সচিব

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		করার পর তার ২০% মূলবেতনের নববর্ষ ভাতা প্রদানযোগ্য হবে। অপর পক্ষ্যে পে-স্কেল ২০১৫ জারির পর হতে মহার্ঘ ভাতা প্রদান করার কোন আইনগত অবকাশ নেই। কিন্তু পে-ফিক্সেশন করার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তাদের মহার্ঘ বাতা প্রদান অব্যাহত রাখা যায় কিনা সে বিষয়ে নির্দেশনা চাওয়া হলে মাননীয় মেয়র বিষয়টি বোর্ড সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে পে-স্কেল ২০১৫ অনুসারে পে-ফিক্সেশন হয়েছে এবং তাদের নববর্ষ ভাতাও প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোন আইনের আলোকে তারা পে-ফিক্সেশন করেছেন তা ডিএনসিসি'র প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক জানতে চাওয়া হলে তাদের পূর্বে প্রদান করা হয়েছে বলে সে ধারাবাহিকতায় পে-ফিক্সেশন করেছেন মর্মে মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৯৪১ জন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারী রয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীদের জাতীয় পে-স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। মেয়র বলেন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ মতে বেতন নির্ধারণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে। যেমন- (১) জাতীয় বেতন স্কেল- ২০১৫ অনুযায়ী আমরা তাদের বেতন বাড়াবো না (২) জাতীয় বেতন স্কেল- ২০১৫ অনুযায়ী বেতন বাড়াবো (৩) জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী বেতন বাড়াবো কিন্তু মন্ত্রণালয় না করলে ফেরত দেয়ার শর্ত দেবো। তিনি আরো বলেন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীদের অনেকের বয়স ৫৯ বছরের বেশী হয়েছে তাদের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। আলোচনায় ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী, সংরক্ষিত আসন-১ এর কাউন্সিলর বেগম শাহনাজ পারভীন ও সংরক্ষিত আসন-১২ এর কাউন্সিলর বেগম আলেয়া সরোয়ার ডেইজী শর্ত সাপেক্ষে বেতন নির্ধারণ করা যায় মর্মে মত প্রকাশ করেন। ৫৯ বছরের বেশী যাদের বয়স তাদেরকে কর্মচ্যুত্য করতে হবে মর্মে উপস্থিত সকল কাউন্সিরর মত প্রকাশ করেন। ৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাম্বের চৌধুরী বলেন, সেকলভূক্ত মাষ্টাররোল অনেক কর্মচারী রয়েছে যাদের বয়স ৪৯ বছরের নীচে কিন্তু তারা কাজ করতে অক্ষম, তাদের চিহ্নিত করে চাকুরীচ্যুত্য করার যায়। প্রয়োজনে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করে যারা অক্ষম তাদের নিরূপণ করতে হবে।	
০৭	ডিএনসিসি'র খসড়া জনবল কাঠামো ও নিয়োগ বিধি এবং টি ও এন্ড ই প্রণয়ন প্রসঙ্গে।	১) স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ০৫ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৮.৩৬৪.১৫-৩১১ নম্বর স্মারকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব খাতে ১৮৫৮ (এক হাজার আটশত আটান্ন) টি পদ অস্থায়ীভাবে ৩১ মে ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সৃষ্টির সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হয়েছে। উক্ত ১৮৫৮ জনের চাকুরীর মেয়াদ ৩১ মে ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। ডিএনসিসিতে বিপুল সংখ্যক পদ শুন্য রয়েছে। তবে নিয়োগ বিধি না থাকায় জনবল নিয়োগ করা যাচ্ছে না। দ্রুত জনবল নিয়োগ করতে হলে নিয়োগ বিধি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষে ইতোমধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কর্মকর্তা- কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার লক্ষ্যে মাননীয় মেয়র এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাজের পরিধি বিবেচনায় ডিএনসিসি'র খসড়া জনবল কাঠামো ও নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে ডিএনসিসি'র খসড়া জনবল কাঠামো ও নিয়োগ বিধি সম্পর্কে অবহিত করেন; যা পরবর্তীতে মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত হবে।
		২) অনুরূপভাবে ডিএনসিসির যান-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য টিওএন্ডই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে খসড়া টিওএন্ডই প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মাননীয় মেয়র এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাজের পরিধি বিবেচনায় ডিএনসিসি'র টি ও এন্ড ই প্রণয়ন করা হয়েছে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে ডিএনসিসি'র টিওএন্ডই সম্পর্কে অবহিত করেন; যা পরবর্তীতে মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৮	ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন।	স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ০২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩ এ দেশের প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ওয়ার্ডসমূহের কার্যালয়ের প্রবেশমুখে দৃশ্যমান ও সংলগ্ন একটি ১৫' x ১২' বর্গফুট (নুন্যতম ১৮০ বর্গফুট) আয়তন বিশিষ্ট কক্ষ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে, যেখানে ২টি কম্পিউটার, ১টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার, ২টি ওয়েভক্যাম, ইন্টারনেট কানেকশন, চেয়ার (কমপক্ষে ৬টি), ২টি টেবিলসহ অফিসের অন্যান্য সামগ্রী রাখা সম্ভব হবে। সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব তহবিল থেকে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের মধ্যে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল। সে প্রেক্ষিতে গত ৩১/০৩/২০১৬ ইং তারিখে প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৩/০৫/২০১৬ইং তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে নগর ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের নিয়ে মহাখালী কমিউনিটি সেন্টারে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় ডিএনসিসি'র সচিব, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল- ৪ ও অঞ্চল-৫ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শুরুতেই সভায় আগত সকল নগর ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের উদ্যোক্তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলেন। উদ্যোক্তাগণ নগর ডিজিটাল সেন্টারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানান। ইতিমধ্যে নগর ডিজিটাল সেন্টারের ৩৬টি ওয়ার্ডে ৭২ জন উদ্যোক্তার জন্য প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জাম ও কম্পিউটার বিষয়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত ১,৪০,৩৭,৮৪০/-(এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশত চল্লিশ) টাকার একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট অনুমোদনের জন্য সিস্টেম এনালিষ্ট অনুরোধ জানান এবং সকল ওয়ার্ডে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় জায়গা বরাদ্দের জন্য সম্মানিত কাউন্সিররদের সহায়তা প্রদানের অনুরোধ জানান। আলোচনায় ৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী জানান, ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য যে সকল ওয়ার্ডে ডিএনসিসির জায়গা নেই সে সকল ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য জায়গা ভাড়া করতে হবে। এই ভাড়ার টাকা পরিশোধের একটি নির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।	১। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। ২। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশ মতে প্রত্যেক ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ১৫' x ১২' বর্গফুট স্থান বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩। সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দ্রুত ক্রয় করতে হবে।
০৯	উত্তরা ৪ নং সেক্টর শাহজালাল এভিনিউস্থ পারিবারিক কবরস্থানটি স্থানান্তর প্রসঙ্গে।	উত্তরা ৪ নং সেক্টর শাহজালাল এভিনিউস্থ রাস্তাটি প্রসস্থ করার জন্য সরকার পরিবারের পারিবারিক কবরস্থানটি তাদের দাবী মতে উত্তরা কবরস্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। জনকল্যাণে সরকার পরিবার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। মাননীয় মেয়র এবং স্থানীয় কাউন্সিলরগণ ডিএনসিসি'কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করায় সরকার পরিবারের সাথে স্বাক্ষাৎ করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।	জনকল্যাণে সরকার পরিবার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন বিধায় সরকার পরিবারকে ডিএনসিসি'র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।
১০	হলিডে মার্কেট স্থাপন ও ফুটপাত পরিস্কার করণ।	ঢাকা শহরের জনদূর্ভোগ নিরসনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হকার মুক্ত করে হকারদের জন্য হলিডে মার্কেট স্থাপনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। হলিডে মার্কেট স্থাপনের বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র নির্দেশনা মোতাবেক সম্মানিত কাউন্সিরগণ এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ হলিডে মার্কেট স্থাপনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিরর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান বলেন আমার ওয়ার্ডে হলিডে মার্কেট করা সম্ভব নয়। তবে ২০০-৪০০ জনকে ভ্যান করে দিলে তাদের বন্ধের দিনে নির্দিষ্ট স্থানে বসার অনুমতি দেয়া যায়। তিনি বলেন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও কাউন্সিলর হকারদের তালিকা তৈরী করবেন। ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ বলেন সব এলাকা একরকম না আমার এলাকায় ভ্যান সার্ভিস চালু করতে পারি। ২৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব ফরিদুর রহমান খান বলেন হকারদের নিয়ম শৃংখলার মধ্যে আনতে হবে। এদের লাইসেন্স দিলে আর উঠানো যাবে না। ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক বলেন আমার এলাকার ৫৫৪ জন হকার উঠিয়ে দিয়েছি। তারা প্রতিদিন আমার কাছে আসে; এদের মধ্যে অন্তত: ২০০ জনকে বসানোর ব্যবস্থা	১। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার সহযোগিতায় নিজ নিজ ওয়ার্ডের হকারদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। ২। ১৪ জুন ২০১৬ পরবর্তী বোর্ড সভার আয়োজন করতে হবে। উক্ত বোর্ড সভায় হলিডে মার্কেট/সান্ধ্যকালীন মার্কেট স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		করতে হবে। শুধুমাত্র আমার ওয়ার্ডে কোন হকার বসতে পারছে না; অন্য সব ওয়ার্ডেই হকার বসছে। সংরক্ষিত আসন-১ এর কাউন্সিলর বেগম শাহনাজ পারভীন বলেন ১ নং ওয়ার্ডের বেরিবাধ সংলগ্ন পানি উন্নয়ন বোর্ডের জায়গায়, রেলওয়ের জায়গায় হলিডে মার্কেট বসানো যায়। ১৭ নং ওয়ার্ডে খিলক্ষেত রেলরাইনের পার্শ্বে এবং জোয়ার সাহারা লিচু বাগানে হকার বসাতে পারি; তবে এর জন্য সঠিক তালিকা করা পয়োজন। সংরক্ষিত আসন-১২ এর কাউন্সিরর বেগম আলেয়া সরোয়ার ডেউজী বলেন বন্ধের দিনে টাউন হলে আমরা হকার বসাতে পারি। ২৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব শেখ মজিবুর রহমান বলেন আমরা হকার মুক্ত ঢাকা চাই। ওয়ার্ড ৭ এর কাউন্সিলর বলেন আমার এলাকায় একজায়গায় ৫-৭ জন হকারকে প্রথমে বসতে দেয়া হয়েছিল এখন সেখানে ৫০ জনের উপরে হকার রয়েছে। তাদের এখন উঠানো যাচ্ছে না। হকারদের বসতে দিলে আর উঠানো যাবে না। মেয়র বলেন ১৪ জুন ২০১৬ বোর্ড সভার আয়োজন করতে হবে। উক্ত বোর্ড সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হবে।	
১১	রমজান মাসে বাজারদর মনিটরিং প্রসঙ্গে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধিন ১৫টি কাঁচা বাজারে ভোক্তা/ক্রেতা সাধারণের সুবিধার্থে ডিএনসিসির নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রতিনিয়ত কারওয়ান বাজার থেকে কাঁচামাল এবং চকবাজার ও মৌলভী বাজার থেকে চাল,ডাল তৈলসহ অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির পাইকারী ও খুচরা মূল্য সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহীত পাইকারী ও খুচরা মূল্য ডিএনসিসির মালিকানাধীন কাঁচাবাজারসমূহে রক্ষিত মূল্য তালিকা বোর্ডে প্রতিনিয়ত লিপিবদ্ধ করা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যর তালিকা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিত পরিদর্শন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহে কোন রূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করলে তাৎক্ষণিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টিমে জেলা প্রশাসন,কৃষি মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ডিএনসিসির প্রতিনিধিবৃন্দ কাজ করছে। উল্লেখ্য, আসন্ন মাহে রমজান উপলক্ষ্যে গত বছরের ন্যায় এবারও ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভা ২২/০৫/২০১৬ খ্রিঃ ৪.০০ ঘটিকায় বোর্ড সভার স্থলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১। গত বছরের ন্যায় এ বছর ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য এবং ভেজাল ও ফরমালিন মুক্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য ডিএনসিসির ওয়ার্ড ভিত্তিক জনপ্রতিনিধি তথা সম্মানিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে ৩৬টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর নেতৃত্বে বাজার মনিটরিং টিম গঠন করা হবে। ২। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৫টি আঞ্চলিক মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে। ৩। কেন্দ্রীয় ভাবে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার নেতৃত্বে ২টি বাজার মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে। ৪। গঠিত কমিটি সমূহ ছাড়াও ডিএনসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ বাজারসমূহে মোবাইল কোর্ট নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে। বাস্তবায়নকারী- প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
১২	ইউনিসেফের সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।	ইউনিসেফ এর সাথে একটি MoU গত ১৭/০৫/২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সদয় অবলোকনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।
১৩	মধুমতি ব্যাংকের সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।	ডিএনসিসি অঞ্চল-৩ এর কার্যালয়ে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কালেকশন বুথ খোলার আবেদনের প্রেক্ষিতে আইন সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে ডিএনসিসি'র ৪র্থ বোর্ড সভায় বুথ খোলার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। আইন বিভাগের এবং প্যানেল আইনজীবীর মতামত নেয়া হয় এবং পরবর্তীতে মাননীয় মেয়র কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। চুক্তির শর্তাবলী একটি গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। ১৭/০৫/২০১৬ তারিখ নগর ভবন সম্মেলন কক্ষে মধুমতি ব্যাংকের সাথে ডিএনসিসি'র অঞ্চল-৩ এর কার্যালয়ে বুথ খোলার বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th></tr>
<tr><td>১৪</td><td>আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করণ প্রসঙ্গে।</td><td>
নগর এলাকার রাস্তার পার্শ্বে আবাসিক প্লটে ও ভবনে রেস্টুরেন্ট ও বারসহ নানাবিধ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনাজনিত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে দাখিলকৃত সুপারিশ গত ০৪/০৪/২০১৬ইং তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়। উক্ত সভায় গৃহিত সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে পেশ করা হলোঃ-
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th></tr>
<tr><td>ক)</td><td>আবাসিক এলাকার কোন প্লটে বেজমেন্ট বা ভূ-তলের গাড়ি পার্কিং এর জায়গা যথাযথকাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হলে বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলো উচ্ছেদকরণ। রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যৌথভাবে এ কার্যক্রম গ্রহণ।</td><td>রাজউক কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে ডিএনসিসি সে উদ্যোগের সাথে যৌথভাবে অংশ গ্রহণ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।</td></tr>
<tr><td>খ)</td><td>আবাসিক এলাকায় বার লাইসেন্স বাতিলকরণ ও অপসারণ এবং নতুন কোন লাইসেন্স প্রদান না করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।</td><td>বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।</td></tr>
<tr><td>গ)</td><td>আবাসিক এলাকায় গেষ্ট হাউজ, আবাসিক হোটেল বন্ধকরণ। রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্লট মালিককে স্ব-উদ্যোগে অপসারণের জন্য ছয় মাস সময় প্রদান। ব্যর্থতায় পরবর্তী এক মাসের মধ্যে সকল গেষ্ট হাউজ রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যৌথভাবে অপসারণ।</td><td>রাজউকের সাথে ডিএনসিসি যৌথভাবে এ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবে।</td></tr>
<tr><td>ঘ)</td><td>অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের/অনুমোদনের তারিখ হতে ছয় মাসের মধ্যে সম্মিলিতভাবে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ। এলক্ষ্যে সকল অবৈধ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স বাতিলকরণ,সকল অবৈধ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থা ওয়াসা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদি সেবা প্রদান বন্ধ করণ এবং যাতে এই অবৈধ প্রতিষ্ঠান কোনরূপ বৈধতার সুযোগ না নিতে পারে এই জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ট্যাক্স/ভ্যাট আদায় বন্ধকরণ।</td><td>ডিএনসিসি সকল সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে যে কোন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবে। ট্রেড লাইসেন্স বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।</td></tr>
</table>
গত ১১/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রিসভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়-
ক) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা সমম্বয়ে নিম্নবর্ণিত আন্তঃমন্ত্রণালয়/আন্তঃবিভাগীয় সেল গঠন করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থা উপযুক্ত কর্মকর্তা প্রেরণ করবে।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি- আন্তঃমন্ত্রণালয়/আন্তঃবিভাগীয় সেল এর সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সেল গঠন করা হয়েছে।
১৬/৫/২০১৬খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত ঃ গত ১৬/৫/২০১৬খ্রিঃ তারিখে আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অপসারণের বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় হোটেল /রেস্টুরেন্টকে স্ব উদ্যোগে সরে যেতে এবং কারণ দর্শানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মে মাসের মধ্যেই কারণ দর্শানোর চিঠি দিতে হবে।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা চিঠি দেয়া যেতে পারে। মেয়র মহোদয় বলেন এ বিষয়ে অফিসে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
</td><td>১। মেয়র মহোদয় কর্তৃক অফিসিয়ালি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।</td></tr>
</table>

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১৫	বোরাক রিয়েল এষ্টেট (প্রাঃ) লিঃ সংক্রান্ত	১। আলোচ্য কাজটি গত ০৯/০৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রক্রিয়াকরন করে ১৮/০৫/২০০৪খ্রিঃ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রের ৩টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে। ২০/১০/২০০৪খ্রিঃ তারিখে তৎকালীন ডিসিসি'র টেন্ডার কমিটির সভায় বোরাক রিয়েল এষ্টেট (প্রাঃ) লিঃ এর প্রস্তাব শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করা হয়। যা ০৪/০১/২০০৫খ্রিঃ তারিখে তৎকালীন মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১১/০১/২০০৫খ্রিঃ তারিখে Letter of Acceptance প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি বিধিমালা ২০০৫ অনুসরনে ১২/০২/২০০৬খ্রিঃ তারিখে সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় । ২৯/০৩/২০০৬খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন পাওয়া যায় । ০৭/০৫/২০০৬খ্রিঃ তারিখে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও বোরাক রিয়েল এষ্টেট এর মধ্যে ১৩তলা ভবন নির্মাণে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী শেয়ার বন্টন ডিএনসিসি ও উদ্যোগী সংস্থার যথাক্রমে ৩০% ঃ ৭০% । ০৮/০৬/২০০৬খ্রিঃ তারিখে শর্ত সাপেক্ষে বোরাক রিয়েল এষ্টেট (প্রাঃ) লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ০৪/০৪/২০০৭খ্রিঃ তারিখে লে আউট নক্সা (Architectural Plan) অনুমোদিত হয়। ১৮/০৫/২০০৯খ্রিঃ তারিখে ডিসিসি ও বোরাক রিয়েল এষ্টেট (প্রাঃ) লিঃ এর মধ্যে সংশোধিত Share Distribution ছক ডিসিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় । মাননীয় মেয়র মহোদয় ০১/১২/২০০৯খ্রিঃ তারিখে প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ০৪/০১/২০১০খ্রিঃ তারিখে ৩০তলা ভিত্তির (ফাউন্ডেশন) সংস্থান রেখে ১৪তলা ভবন নির্মাণের সংশোধিত চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয় । ১৮/০৫/২০০৯খ্রিঃ তারিখে সংশোধিত নক্সা ও ডিজাইন অনুমোদন করা হয়। কাজের সময়সীমা ১৮/০৭/২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় । ২৭/১১/২০১১খ্রিঃ তারিখে ৩০ তলা নির্মানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয় । কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। ডিসিসি এবং উদ্যোগী সংস্থার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ০৭/০৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে জরুরী ভিত্তিতে চুক্তি মোতাবেক ডিসিসি'র অংশ হস্তান্তর ও ১৪ তলার উপর কোন তলা নির্মাণ না করার জন্য পত্র দেওয়া হয় । ২। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত "সিটি কর্পোরেশনের কথা শুনছেনা বোরাক, চালিয়ে যাচ্ছে উঁচু ভবন নির্মাণের কাজ ১৪ তলার অনুমোদন নিয়ে ৩০তলা" শীর্ষক গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নথি কমিটির চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৫/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও নকশা বিভাগের মাধ্যমে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩ এর বরাবর প্রেরণ করা হয় । ৩। ০৫/০৫/২০১৩খ্রিঃ তারিখে বোরাক রিয়েল এ্যাষ্টেট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক চুক্তিপত্রের পরিচ্ছেদ 'গ' এর ২৩নং ধারা অনুযায়ী দুই পক্ষ হতে দুই জন উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং আইইবি'র সম্মানিত সভাপতি বা তাহার মনোনীত একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত সালিশগণের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করার জন্য ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানায়। অন্যথায় আর্থিক ক্ষতি ও সময় বিলম্বিত করার কারনে তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবে মর্মে অবহিত করেন । এ প্রেক্ষিতে প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব করা হয় যে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ও মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা আইন বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। সে প্রেক্ষিতে আইন বিভাগ কর্তৃক রিভাইজড প্লান অনুযায়ী বহুতল ভবন নির্মাণে আইনগত বাধা নাই মর্মে মতামত পাওয়া যায়। ৪। বিগত ২৭/০৩/২০১৪খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত পত্রে গত ১৪/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও তৎপ্রেক্ষিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তদন্ত প্রতিবেদন ও বিদ্যমান আইন/বিধিমালা, চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে *বিরোধ নিস্পত্তি বিধান সংক্রান্ত চুক্তিপত্র দলিলের উপরোক্ত বিধান উভয় পক্ষের উপরই বাধ্যকর বিধায় আলোচ্য প্রকল্প বাবদ সৃষ্ট মতপার্থক্য বা বিরোধ নিস্পত্তির জন্য পক্ষদেরকে প্রথমত তাদের মনোনীত সালিশগণের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত Arbitration Act-2000 এর বিধান মতে এবং সর্বশেষ আদালতের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে* নির্দেশনা পাওয়া যায় । এ বিষয়ে আইন বিভাগ কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয় যে, *আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মতামত এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বর্ণিত চুক্তির বিধান অনুসারে কর্পোরেশনের স্বার্থে বিষয়টি নিস্পত্তির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে ।*	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বোরাক কর্তৃপক্ষের সাথে নেগোসিয়েশন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

৫। ১৪/০৮/২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষে কমিটি গঠন করা হয়। একাধিক সভা করেও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। গত ৩১/০৩/২০১৫খ্রিঃ তারিখে ডিএনসিসি'র সমন্বয় সভায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান বিধি বিধানের আলোকে দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

২। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত "সিটি কর্পোরেশনের কথা শুনছেনা বোরাক, চালিয়ে যাচ্ছে উঁচু ভবন নির্মাণের কাজ ১৪ তলার অনুমোদন নিয়ে ৩০তলা" শীর্ষক গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নথি কমিটির চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৫/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও নক্শা বিভাগের মাধ্যমে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩ এর বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৩। ০৫/০৫/২০১৩খ্রিঃ তারিখে বোরাক রিয়েল এ্যাষ্টেট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক চুক্তিপত্রের পরিচ্ছেদ 'গ' এর ২৩নং ধারা অনুযায়ী দুই পক্ষ হতে দুই জন উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং আইইবি'র সম্মানিত সভাপতি বা তাহার মনোনীত একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত সালিশগণের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করার জন্য ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানায়। অন্যথায় আর্থিক ক্ষতি ও সময় বিলম্বিত করার কারনে তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবে মর্মে অবহিত করেন । এ প্রেক্ষিতে প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব করা হয় যে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ও মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা আইন বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। সে প্রেক্ষিতে আইন বিভাগ কর্তৃক রিভাইজড প্লান অনুযায়ী বহুতল ভবন নির্মাণে আইনগত বাধা নাই মর্মে মতামত পাওয়া যায়।

৪। বিগত ২৭/০৩/২০১৪খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত পত্রে গত ১৪/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও তৎপ্রেক্ষিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তদন্ত প্রতিবেদন ও বিদ্যমান আইন/বিধিমালা, চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে *বিরোধ নিস্পত্তি বিধান সংক্রান্ত চুক্তিপত্র দলিলের উপরোক্ত বিধান উভয় পক্ষের উপরই বাধ্যকর বিধায় আলোচ্য প্রকল্প বাবদ সৃষ্ট মতপার্থক্য বা বিরোধ নিস্পত্তির জন্য পক্ষদেরকে প্রথমত তাদের মনোনীত সালিশগণের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত Arbitration Act-2000 এর বিধান মতে এবং সর্বশেষ আদালতের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে* নির্দেশনা পাওয়া যায় । এ বিষয়ে আইন বিভাগ কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয় যে, *আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মতামত এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বর্ণিত চুক্তির বিধান* অনুসারে *কর্পোরেশনের স্বার্থে বিষয়টি নিস্পত্তির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে ।*

৫। ১৪/০৮/২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষে কমিটি গঠন করা হয়। একাধিক সভা করেও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। গত ৩১/০৩/২০১৫খ্রিঃ তারিখে ডিএনসিসি'র সমন্বয় সভায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান বিধি বিধানের আলোকে দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

ক) স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮/০৩/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ২৭৮ নং স্মারকের নির্দেশনার অনুবৃত্তিক্রমে ডিএনসিসি'র গঠিত কমিটির সুপারিশ ও তদপ্রেক্ষিতে সিনিয়র আইনজীবি জনাব মোঃ কামরুজ্জামান মোল্লার বিস্তারিত প্রতিবেদনের আলোকে উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের স্বার্থ সর্বোচ্চ নিশ্চিত করে বিদ্যমান বিধি বিধানের আলোকে দ্রুত নিস্পত্তি করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উদ্যোগী সংস্থার অর্থায়নে বহুতল বানিজ্যিক বা আবাসকি ভবন নির্মাণ ও দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর) বিধিমালা ২০০৫ এর বিধি ৮ এ গঠিত মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এবং গৃহীত কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করা যেতে পারে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		খ) ডিএনসিসি'র বিদ্যমান ৩ (তিন) তলা মার্কেটটি সংস্কারসহ উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ডিএনসিসি'র কোনরুপ আর্থিক সংশ্লেষ থাকবে না । প্রকল্প বাস্তবায়নের যাবতীয় ব্যয় উদ্যোগী সংস্থা কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। ৬। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যায়নি। গত ০২/০৯/২০১৫খ্রিঃ তারিখে ডিএনসিসি'র কাউন্সিলরবৃন্দের সমন্বয়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি কর্তৃক নিম্নরুপ সুপারিশ করা হয় ঃ- উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের স্বার্থ রক্ষার লক্ষে সার্বিক বিষয়াদি পুনরায় সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার মতামত ও সুপারিশ গ্রহনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রমের উদ্দ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। ৭। গত ১০/১২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে এ সংক্রান্তে মতামত প্রদানের জন্য সকল নথি পত্র ও যোগাযোগ পাতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সিনিয়র আইনজীবি এডভোকেট মাহবুবে আলম এর নিকট প্রেরণ করা হয়। চাহিত মতে বিজ্ঞ আইনজীবি বর্তমানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত মামলা, সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মামলাসহ রাষ্টীয় অতি গুরুত্বপূর্ন মামলায় ব্যস্ত থাকার কারনে তার পক্ষে অত্র বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান করা সম্ভব নয় বলে মতামত ব্যক্ত করে, ফাইলটি ফেরত প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উত্তোলন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/মতামত চাওয়া যেতে পারে মর্মে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা পাওয়া যায়। মেয়র বলেন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ বিষয়ে সতর্ক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সম্মানিত কাউন্সিলরগন এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।	
১৬	বিবিধ	ক) জাইকার সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।
		খ) Water aid সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।
		গ) SMC এর সহায়তায় টয়লেট স্থাপন সংক্রান্ত।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।
		ঘ) কোরিয়ান পৌরসভার সাথে টয়লেট সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।
		ঙ) স্ক্যাভেঞ্জারদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আলোচনায় মেয়র বলেন স্ক্যাভেঞ্জারদের ৮ ঘন্টা কাজ করার কথা থাকলেও তার ৮ ঘন্টা কাজ করছে না। কাউন্সিররগণ অভিযোগ করেন তারা ঠিকমত কাজ করছে না। ১৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ জিন্নাত আলী বলেন, স্ক্যাভেঞ্জাররা রাত্রি ১ টা থেকে কাজ করে তাদের সাথে সম্মানিত কাউন্সিলরদের সমন্বয় হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন রাস্তা ঘাট নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে না। তিনি তার এলাকায় কাজ করেন এরূপ স্ক্যাভেঞ্জারদের তালিকা প্রদান করার অনুরোধ জানান। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, স্ক্যাভেঞ্জাররা কাউন্সিলরদের আওতায় থেকেই কাজ করছে। ড্রেন পরিষ্কারের বিষয়ে কাউন্সিলরগণ অভিযোগ করেন কোন এলাকায় কতগুলি রাস্তার ড্রেন পরিস্কার করা হচ্ছে সে বিষয়ে পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকগণ কাউন্সিলরদের সাথে যোগাযোগ করেন নাই। এ পর্যায়ে ১৭ নং ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন	১। কতটুকু ড্রেন আছে তা জিআইএস ম্যাপের মাধ্যমে নির্ধারণের পদক্ষেপ নেয়া হবে। ২। এক মাসের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী (মাননীয় মেয়র দপ্তরে সংযুক্ত) জনাব মোহাম্মদআবুল কাশেম প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের ড্রেনের তথ্যাদি কাউন্সিলরদের প্রদান করবেন।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
আনিসুল হক
মেয়র
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৬-৮৫২(৮০)

তারিখ- ১৪/০৬/২০১৬

<u>অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ</u>

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

<u>অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ</u>

১) কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-............./সংরক্ষিত আসন নং..................।
২) বিভাগীয় প্রধান...।
৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল...............................।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
৭) অফিস কপি।

১৩/৬/২০১৬

(মোঃ নবীরুল ইসলাম)
সচিব (উপসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন